সারেং বৌ, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীজীবনের রূপায়ণ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইফ্‌ফাত আরা ইভা[১]

গবেষণা-সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলকে স্থানিক পটভূমি করে শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) *সারেং বৌ* (১৯৬২), সেলিনা হোসেনের (জন্ম : ১৯৪৭) *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬) ও হরিশংকর জলদাসের (জন্ম : ১৯৫৩) *জলপুত্র* (২০০৮) উপন্যাস রচিত। আলোচ্য তিনটি উপন্যাস অবলম্বনে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের নারীর আর্থ-সামাজিক সংকট, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, প্রেম-পরিণয়জনিত ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব ও তাদের নৈতিক জীবনাচার নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো গবেষণা এবং নারীর জীবন রূপায়ণনির্ভর তুলনামূলক পর্যালোচনা গবেষণায় উপেক্ষিত থেকেছে। তাই, উক্ত তিনটি উপন্যাসে প্রতিফলিত নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের নারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনাচার কেমন– বর্তমান প্রবন্ধ গবেষণার মাধ্যমে সেদিকে আলোকপাত করতে আগ্রহী। বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার, সেলিনা হোসেন ও হরিশংকর জলদাসের সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত প্রতিনিধিত্বশীল তিনটি উপন্যাসে নারীজীবনের রূপায়ণ নিরূপণ করাই বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে নারীর জীবিকার্জন ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন, সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় এই নারীরা নিম্নবর্গের প্রতিনিধি কি-না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এই নারীরা নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার কি-না, তাদের ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব ও নৈতিক জীবনাচার কেমন, তুলনামূলক পর্যালোচনার পরিপ্রক্ষিতে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার দিক কোনগুলো– এগুলো এ প্রবন্ধের মূল গবেষণা জিজ্ঞাসা। প্রবন্ধটিতে পাঠ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সিমোন দ্য বোভোয়ারের (১৯০৮-১৯৮৬) নারীবাদী তত্ত্ব, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের (জন্ম : ১৯৪২) নারীর নিম্নবর্গীয় অবস্থাননির্ভর তত্ত্বকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি মুখ্যত পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এখানে তুলনামূলক পদ্ধতিরও প্রয়োগ রয়েছে। গবেষণার ফল হিসেবে পাওয়া যায়, অভিন্ন আঞ্চলিক পটভূমিতে রচিত উপন্যাস তিনটিতে নারীর জীবন রূপায়ণে বেশ সাযুজ্য রয়েছে। আবার ঔপন্যাসিকদের

[১] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; Email: evaiffatrahman@gmail.com

জীবনাভিজ্ঞতা ও শিল্পসৃষ্টির ভিন্নতায় এবং ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে এই নারীদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনপ্রবাহে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।

Abstract : The novels *Sareng Bau* (1962) by Shahidullah Kaiser (1927-1971), *Pokamakarer Gharbasati* (1986) by Selina Hossain (b. 1947) and *Jalputra* (2008) by Harishankar Jaladas (b. 1953) set the spatial backdrop of the Bay of Bengal, coastal region in southern and southeastern Bangladesh. Based on the three novels discussed, no independent research on the socio-economic crisis, protest and resistance, love-related personal psychology, and their moral life of women in coastal areas has been conducted. Additionally, the portrayal of women's lives in the novels *Sareng Bau*, *Pokamakarer Gharbasati*, and *Jalputra* has been neglected in comparative studies. Therefore, through a comparative review of the personal and social life of women reflected in the three novels, we aim to shed light on the complete lifestyle of women in the coastal region through research. The main aim of the present study is to determine the transformation of women's lives in three representative novels written against the backdrop of the coastal region by three prominent novelists of Bangladesh: Shahidullah Kaiser, Selina Hossain, and Harishankar Jaladas. What is the livelihood and economic status of women in the three novels, whether these women are representatives of the subaltern in socio-economic terms as residents of coastal areas, whether these women are victims of oppression and torture socially and culturally, what is their personal psychology and moral life, what is their distinctiveness in view of comparative review these are the main research questions of this article. In analyzing the text, importance has been given to the feminist theory of Simone de Beauvoir (1908-1986) and to Gayatri Chakraborty Spivak's (b. 1942) theory regarding the subaltern position of women has been given importance. The essay is mainly written in a Content-Analysis approach, but in some cases a comparative approach is also applied. As a result of the research, it is found that the three novels written in the same regional background are quite consistent in the portrayal of women's lives. Again, the differences in the life experiences, art creations of the novelists and in the context of different times have marked the distinctiveness in the socio-economic and personal lives of these women.

চাবিশব্দঃ সমুদ্র-উপকূল, নারী, আর্থিক-সংকট, নিম্নবর্গ, মনস্তত্ত্ব।

ভূমিকা

বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার, সেলিনা হোসেন ও হরিশংকর জলদাস। মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এই তিনজনের উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। বাংলাদেশের উপন্যাসে শহীদুল্লা কায়সারের আবির্ভাব ষাটের দশকে, সমুদ্র-উপকূলবর্তী একজন নারীর অস্তিত্ব সংগ্রামের অবিনাশী উচ্চারণ *সারেং বৌ* উপন্যাস

রচনার মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অন্যতম কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের উপন্যাসভাবনার মূলে ক্রিয়াশীল সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস-ঐতিহ্য সর্বোপরি মানবভাবনার প্রগতিশীল দিকসমূহ। ষাটের দশকের শেষের দিকে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *উৎস থেকে নিরন্তর* (১৯৬৯) প্রকাশিত হয়। সেই দিক বিবেচনায় সেলিনা হোসেনকেও ষাটের দশকের কথাসাহিত্যিক বলে অভিহিত করা হয়। যদিও ষাটের দশককে তাঁর লেখালেখির সময় না বলে শেখার সময় বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এই কথাসাহিত্যিক। (আনোয়ার, ২০১৫, পৃ. ১৬)। তাঁর *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসটি বিরূপ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগর-উপকূলবর্তী শাহপরী দ্বীপের অধিবাসীদের টিকে থাকার লড়াইয়ে স্বপ্ন জিইয়ে রাখার শিল্পসমৃদ্ধ উপস্থাপন। উপকূলবর্তী প্রান্তিক নারীর জীবন এখানে সংগ্রাম, সংক্ষোভ, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আবহে রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসশিল্পে শহীদুল্লা কায়সার ও সেলিনা হোসেনের প্রতিষ্ঠা যখন সর্বব্যাপ্ত, সেই সময় দলিত সমাজের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হরিশংকর জলদাসের প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রথম উপন্যাস *জলপুত্র* প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। লেখকের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতাঋদ্ধ এ উপন্যাসে সমুদ্রগামী জেলেদের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম ও এক বিধবা নারীর অন্তহীন প্রতীক্ষা শিল্পিত হয়েছে। একই আঞ্চলিক পটভূমিতে উপন্যাস তিনটি (*সারেং বৌ*, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র*) রচিত। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর রয়েছে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসেরই আখ্যানবিস্তারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রায় অভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ভাষারূপ পেয়েছে। স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের নারীদের জীবন সমতলভূমির নারীদের তুলনায় অধিকতর সংগ্রামমুখর ও দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে *সারেং বৌ*, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাসের নারীচরিত্রসমূহের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর সংঘাতময় ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আর্থিক-সংকট এবং সংগ্রামী-প্রত্যয়কে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা-সমস্যা বিবৃতকরণ

সরিফা সালোয়া ডিনার *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস : বিচিত্র বীক্ষণ* (২০০৮) গ্রন্থে *সারেং বৌ* উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপগত আলোচনা রয়েছে। *শহীদুল্লা কায়সার জীবন ও সাহিত্য* (২০০৮) গ্রন্থে ড. অশোক মিস্ত্রী *সারেং বৌ* উপন্যাসটিকে স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। আরজুমন্দ আরা বানু লিখেছেন *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় ও প্রকরণ* (২০০৮)। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে *সারেং বৌ* উপন্যাসের বিষয় ও প্রকরণগত আলোচনা স্থান পেয়েছে। সমীরণ চন্দ্র রায়ের "প্রসঙ্গ 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি'" প্রবন্ধে নিম্নবর্গীয় ও উপনিবেশোত্তর চেতনার স্বরূপ আলোচনাপূর্বক *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে সেগুলোর প্রতিফলন কেমন তা দেখানো হয়েছে। ফজলুল হক সৈকত ও জান্নাতুল পারভীন সম্পাদিত গ্রন্থ *কথানির্মাতা*

সেলিনা হোসেন (২০১০)-এ ইফ্‌তেখার মাহমুদের প্রবন্ধ 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি : পরাজিতের ঘুরে দাঁড়ানো'। এখানে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের মূল গল্পটি উপস্থাপন করার পাশাপাশি সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি : ব্রাত্যবিশ্বের কথাচিত্র', লেখক সালিম সাবরিন। এখানে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করে এর সামগ্রিক শিল্পকৌশলের দিক আলোচিত হয়েছে। *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদ* (২০১৮) গ্রন্থে হামিদা বেগম সমুদ্র-উপকূলবর্তী আঞ্চলিক পটভূমিতে রচিত বারটি উপন্যাসের সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি *সারেং বৌ*, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত গ্রন্থ *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি : পাঠ ও মূল্যায়ন* (২০২০) গ্রন্থে মাসুদ রহমানের প্রবন্ধ 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি : পদ্মা নদী থেকে ক্যারিবিয়ান সাগর'। এই প্রবন্ধে তিনি সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় এনেছেন নোবেল বিজেতা মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের (১৮৯৯-১৯৬১) বিখ্যাত উপন্যাস *দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি* (১৯৫২) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) উপন্যাস *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৩৬)। তাঁর তুলনায় স্থান পেয়েছে উপন্যাসত্রয়ের স্থানিক ও কালিক পটভূমি, চরিত্রের আর্থ-সামাজিক-ব্যক্তিক জীবনপ্রবাহের অন্তর্সত্য।

উপর্যুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোতে *সারেং বৌ*, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাসে নারী চরিত্রায়ণ নিয়ে কিছু আলোচনা হলেও উপন্যাসগুলোতে নারীজীবনের রূপায়ণনির্ভর পূর্ণাঙ্গ কোনো গবেষণা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাছাড়া এই তিনটি উপন্যাসকেন্দ্রিক নারীজীবন নিয়ে কোনো তুলনামূলক আলোচনাও পাওয়া যায়নি। সুতরাং '*সারেং বৌ*, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীজীবনের রূপায়ণ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'– শিরোনামে গবেষণাকর্মটি গুরুত্বের দাবিদার। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের নারীচরিত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক জীবনযাপনের স্বরূপ নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসসমূহে বিধৃত নারীর আর্থিক-সংকট, সামাজিক শোষণ-নির্যাতন, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা এবং তাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার মূল্যায়নে পাঠ-বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি সহায়ক হয়েছে। এছাড়া বর্তমান গবেষণায় যেহেতু তিনটি উপন্যাসে নারীজীবনের রূপায়ণ অন্বেষণে তুলনামূলক পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে, প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে তুলনামূলক পদ্ধতিরও (Comparative Method) প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

"দৃষ্টিগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তব সমাজ সংগঠনের মধ্যেই লেখক বাড়েন। তাঁর অবস্থান বা পরিপ্রেক্ষিত গড়ে ওঠে সমাজে।" (হক, ১৯৯৪, পৃ. ১২৮)। প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার পেছনে সমাজ ও সময়ের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ। শহীদুল্লা

কায়সার জন্মগ্রহণ করেন ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে। "অজস্র নদী-খাল-নালার মাধ্যমে সমুদ্রের লুকোচুরি দেখে এ গ্রামের মানুষ।" (ডিনা, ২০০৮, পৃ. ১১)। ১৯৬১ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শহীদুল্লা কায়সারের অবস্থানকালে *সারেং বৌ* উপন্যাসটি রচিত হলেও এর অভিজ্ঞতার জগৎ প্রোথিত লেখকের শৈশব ও কৈশোরে। শহীদুল্লা কায়সারের মতো হরিশংকর জলদাসও জন্মসূত্রে বঙ্গোপসাগর-উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা। তবে, হরিশংকর জলদাসের শেকড় প্রোথিত আরও গভীরে। তাঁর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গায়, বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা ছোট একটি জেলেপাড়ায়। সুগভীর সামাজিক দায়িত্ববোধ ও আত্মপ্রকাশের তাড়নায় উত্তর পতেঙ্গার এই জেলেপাড়া নানাভাবে হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করেছে। উত্তর পতেঙ্গার এই জেলেপাড়ার পটভূমিতে রচিত *জলপুত্র* উপন্যাসটি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সফল শিল্পপ্রয়াস। তাঁকে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে হয়েছে। "হরিশংকর জলদাসের অন্তর্গত জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে মিশে রয়েছে এই জেলেজীবন ও সমুদ্র।" (মুহাম্মদ, ২০১৭, পৃ. ১১০)। অন্যদিকে জন্মসূত্রে সমুদ্র-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংশ্লেষ না থাকলেও সমুদ্র-সংলগ্ন প্রান্তিক মানুষের প্রতি আগ্রহাধিক্যে সেলিনা হোসেন ঘুরে বেরিয়েছেন বঙ্গোপসাগরের মোহনায়। জেলেদের জীবনসংগ্রাম ও সমাজব্যবস্থার বাস্তব চিত্র উপন্যাসে শিল্পিত করার তাগিদে তিনি ১৯৮২ সালে টেকনাফের শাহপরী দ্বীপে গিয়েছেন। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাস রচনার বাস্তব অভিজ্ঞতা সেলিনা হোসেনের সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট :

> তখন মনে হয়েছিলো জেলেপাড়া নিয়ে উপন্যাস লিখব। লালদিয়ার চরে জেলেদের কোনো বসতি ছিল না। তাই জেলেপল্লি দেখার জন্য সময় নিয়েছি। ১৯৮২ সালে গিয়েছিলাম টেকনাফের শাহপরী দ্বীপে। ট্রলারে মাছ ধরা দেখতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল জেলেদের সঙ্গে। (আনোয়ার, ২০১৫, পৃ. ১৭)

ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে অবস্থিত প্রায় ত্রিভুজাকৃতির একটি উপসাগর বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরের কূলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেলাভূমিই বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল। জোয়ারে তীব্র স্রোত, বায়ুপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ও সমুদ্রের মোহনায় জেগে ওঠা চরাঞ্চল, পানির প্রবাহে এতদঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বিশিষ্ট। এরূপ প্রাকৃতিক আবহে সমতলের মানুষের তুলনায় সমুদ্র-উপকূলীয় জীবন ও জনপদ অধিকতর সংগ্রামময়। এই জনপদের একটি বিরাট অংশ ধীবর সম্প্রদায়ভুক্ত। নারীরা মাছ বিক্রি, মাছ কাটা, অন্যের বাড়িতে দৈনিক দু'বেলা খাবারের বিনিময়ে কাজ করে জীবনধারণ করে থাকে, বিশেষ করে যাদের বাড়িতে উপার্জনক্ষম পুরুষ নেই। "একদিকে ঝড়ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছ্বাস-ভূমিধ্বসের অতর্কিত আক্রমণ, অন্যদিকে মহাজন-সুদখোর আর দাদনদারদের শোষণ-নির্যাতনের মুখে একটা অঘোষিত জীবনযুদ্ধে আজন্ম অবতীর্ণ বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষেরা।" (বেগম, ২০১৮, পৃ. ২০)। বহুমুখী শোষণ-নির্যাতনে শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষেরা নিম্নবর্গের

প্রতিনিধি। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর *কারাগারের নোটবই* (১৯৪৭) গ্রন্থে প্রথমবার মার্কসবাদী দর্শনের আলোচনায় সাবঅলটার্ন (subaltern) শব্দটির ব্যবহার করেন। (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৮, পৃ. ২)। ইংরেজি সাবঅলটার্ন শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে নিম্নবর্গ প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন রণজিৎ গুহ (১৯২৩-২০২৩)। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী তাদের বাদ দিলে যারা থাকে তাদেরকে রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গ বলে অভিহিত করেছেন। (গুহ, ১৯৯৮, পৃ. ৩২-৩৩)। যদিও পরবর্তী সময়ে এই প্রত্যয়টির ব্যবহারিক মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে এর আলোচনার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে আধিপত্যের রাজনীতিতে শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুতির এক সুপরিকল্পিত কৌশল শোষণ ও নির্যাতন কায়েম করে। আধিপত্যের রাজনীতির এ পর্বে ক্ষমতার বিশ্লেষণে কেন্দ্র ও প্রান্তের ধারণা প্রযুক্ত হয়। আপাতভাবে প্রান্তিক শব্দটির অর্থ যা কেন্দ্র থেকে দূরে প্রান্তে অবস্থান করে। (ঘোষ, ২০০৯, পৃ. ৬০২)। কিন্তু এই আপাত সংজ্ঞায় প্রান্তিকতার ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ থাকে না। কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে যেমন বৈষম্য বিস্তর, তেমনি পুরুষ ও নারীর অবস্থা ও অবস্থানের বৈষম্যও প্রকট আকার ধারণ করে। তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর সমাজে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির চাপে নারীদের সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের মাত্রাও প্রকট আকার ধারণ করে। "তৃতীয় বিশ্বের নারীর এই তীব্র বৈষম্যমূলক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নারীবাদীরা এই অঞ্চলের নারীদের সাংস্কৃতিকভাবে নিম্নবর্গীয় বা সাবঅলটার্ন (subaltern) বলে চিহ্নিত করেছেন।" (মাসুদুজ্জামান, ২০২৩, পৃ. ১১)। উত্তর-উপনিবেশবাদী নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর নিম্নবর্গীয় অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ হিসেবে নারীর জৈবিক গঠন ভিন্ন। এই জৈবিক ভিন্নতা ছাড়া পুরুষের সঙ্গে নারীর আর কোনো পার্থক্য নেই। তবে, সমাজ ক্রমান্বয়ে তাকে নারী করে তোলে– নারী বিষয়ক এটি একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর *ল্য দ্যজিয়েম সেক্স* (১৯৪৯) বইয়ে। (আজাদ, ২০১২, পৃ. ১০)। সিমোন দ্য বোভোয়ারের এই গ্রন্থ প্রকাশের পর নারীবাদ একটি সামাজিক আদর্শ ও আন্দোলনরূপে সর্বব্যাপ্ত হতে থাকে। *সারেং বৌ*, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবন রূপায়ণে নারীবাদ ও নিম্নবর্গের তাত্ত্বিক কোনো প্রেক্ষাপট আওতাভুক্ত হয়েছে কি-না গবেষণার মাধ্যমে সেদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে, উপন্যাস তিনটিতে উপকূলীয় সামাজিক কাঠামোতে অধস্তন হিসেবে নারীর সত্য-অবস্থানটি চিহ্নিত করার প্রয়াস আছে।

একটি বিশেষ অঞ্চলের সমাজবিবর্তনের বহুমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* (১৯২৬) 'নছর মালুম' লোককাহিনির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* উপন্যাসের আখ্যানভাগ। উপন্যাসটির কাহিনিবিন্যাসে দ্বিমুখী পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টিগোচর

হয়। এর একদিকে রয়েছে মজল সারেং এর ছেলে কদমের জাহাজের সারেং হয়ে সমুদ্রযাত্রা এবং এক বন্দরে অজ্ঞতাবশত অবৈধ জিনিস পাচারের অভিযোগে তিন বছর কারাবাস। কারাবাসের পরবর্তী দুই বছর পুনরায় জীবিকা অন্বেষণে জাহাজে চাকরি নেয় কদম সারেং। এই পাঁচ বছর স্বামী কদমের অনুপস্থিতিতে পতিপরায়ণা নবিতুনের দুঃসহ দারিদ্র্য ও সামাজিক অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামের আখ্যান *সারেং বৌ* উপন্যাস। নাফ নদীতীরবর্তী শাহপরী দ্বীপের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামের আখ্যান সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাস। আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে মালেক, যে স্বপ্ন দেখে শোষণমুক্ত এবং সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজব্যবস্থার। এছাড়া মালেকের সঙ্গে সাফিয়ার ব্যক্তিগত প্রণয়নির্ভর দ্বন্দ্ব-সংঘাত এ উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই মূল কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কিছু উপকাহিনির সমন্বয়ে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের মূল অবয়ব গড়ে উঠেছে। চারটি পাড়া নিয়ে গঠিত উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার সাধারণ এক জেলেনারী ভুবনেশ্বরীর অন্তহীন প্রতীক্ষার শিল্পবয়ানে *জলপুত্র* উপন্যাসটির শুরু ও শেষ। মাঝখানে জেলে নর-নারীর সংগ্রাম ও সম্ভাবনায় জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার অনিঃশেষ প্রেরণা বাণীরূপ পেয়েছে। পুরো উপন্যাসে এই ভুবনেশ্বরীই ভুবন নামে প্রকাশিত।

নারীর আর্থ-সামাজিক সংকট ও সংগ্রামী প্রত্যয়

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসেই প্রতিকূল পরিবেশে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর বেঁচে থাকার লড়াই শৈল্পিক মাত্রা পেয়েছে। স্থানিক পটভূমি বিচারে এই নারীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রান্তদেশে অবস্থান করছে। শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* উপন্যাসে জীবিকান্বেষণে দারিদ্র্যের সঙ্গে নবিতুনের বিরামহীন লড়াই বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। চৌধুরী বাড়িতে দাসীর কাজ নেয়ার মাধ্যমে নবিতুনের সে লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। যদিও সেখানে শ্রমের প্রকৃত মূল্য বুঝে পায়নি সে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি সমাজকর্তৃত্ব ও প্রভুস্থানীয়দের নানামুখী শোষণে নবিতুনের দিনগুলো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ধনিকতন্ত্রের প্রতিনিধি লুন্দর শেখ ও পোস্টমাস্টারের মিলিত ষড়যন্ত্রে নারীকে শোষণের শৃঙ্খল আরও বর্ধিত হয় *সারেং বৌ* উপন্যাসে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিম্নবর্গীয় অবস্থানের জন্য পুরুষের প্রতি নারীর একমুখী নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। নবিতুন চৌধুরী বাড়িতে দাসীর কাজ নিলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তির্যক দৃষ্টি পড়ে তার উপর। অথচ নবিতুনের অনাহারের দিনে এই সমাজের মানুষজন তার কোনো খোঁজ নেয়নি। লুন্দর শেখ যদিও টাকা দিতে চেয়েছে নবিতুনকে, কিন্তু এর নেপথ্যে তার অবৈধ কামনা চরিতার্থ করার বাসনা ক্রিয়াশীল। "সারেং বাড়ির ছেলেরা হলো রোজগেরে ছেলে। তাদের বৌরা কবে গেছে অন্যের বাড়ি কাম করতে?" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৬৭)। লুন্দর শেখের এরূপ প্রশ্নে নারীর প্রতি লিঙ্গীয় বৈষম্যের দিকটি প্রকট। "প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন লিঙ্গ-সমস্যা রয়েছে তেমনি সমাজের মূলস্রোতেও এই সমস্যার দেখা মেলে। প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রান্তিকতার সঙ্গে লিঙ্গ-বৈষম্য যুক্ত হয়ে বরং বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করে।" (মৈত্র, ২০০৭, পৃ. ২৫)। পিতৃতন্ত্রের

ছত্রছায়ায় না থেকে নবিতুনের স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথটিকে তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের সাফিয়া ও তার মা জয়গুনের এবং *জলপুত্র* উপন্যাসের ভুবনদের পেশা নির্বাচনে সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত এ ধরণের কোনো নিষেধাজ্ঞা ক্রিয়াশীল না থাকলেও জীবিকার জন্য তাদের সংগ্রাম সমতাৎপর্যে বিশ্লিষ্ট। নাফ নদীর সরু খালের বাঁকের পাশে মা-মেয়ের ছোট সংসার সাফিয়াদের। সাফিয়ার মা জয়গুন তোরাব আলীর বাড়িতে বাদীর কাজ করে। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে জয়গুনের জীবিকান্বেষণের বর্ণনায় উল্লেখ আছে : "ওর মা জয়গুন তোরাব আলির বাড়িতে কাজে গেছে।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২২৪)। উল্লেখ্য, বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে নবিতুনকেও অন্যের বাড়িতে বাদীর কাজ করতে হয়েছে। সাফিয়া ঝিনুক সংগ্রহের মৌসুমে মালেকের তুলে আনা ঝিনুক থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে, কখনোবা নজির মিয়ার বাড়িতে পানি টানার কাজ করে, তোরাব আলির গরুর জন্য ঘাস কেটে জীবিকার সন্ধান করে। *জলপুত্র* উপন্যাসে জেলেনারী ভুবনেশ্বরীর জীবনসংগ্রাম অনেকটা নবিতুনের মতো। সমুদ্র-উপকূলবর্তী আর্থ-সামাজিক পরিবেষ্টনে নারীর প্রকৃত অবস্থার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ভুবন। ছেলে গঙ্গাপদের তিন বছর বয়সে ভুবনের স্বামী চন্দ্রমণি নিখোঁজ হয়। বৃদ্ধ শ্বশুর ও ছেলে গঙ্গাপদের মুখের দিকে তাকিয়ে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে ভুবনের সংগ্রাম। পরিবারের সদস্যদের অন্নসংস্থানে চন্দ্রমণি নিখোঁজের পরবর্তী পাঁচ বছর এক এক করে চন্দ্রমণির রেখে যাওয়া বিহিন্দিজাল, মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম, গাছ-গাছালি, সংসারের ঘটি-বাটিটি পর্যন্ত ভুবনকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নবিতুনকেও সংসারের বহু জিনিস বিক্রি করতে হয়েছে। সমস্ত কিছুর শেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ভুবনকে মাছ বিয়ারির (মাছ বিক্রির) কাজ করতে হয়। এমনিভাবে ভুবনের জীবনে নতুন সংগ্রামের সূচনা হয় : "আজ থেকে তার অন্য এক জীবনের শুরু। এ জীবন রূঢ় সংগ্রামের, রক্তঝরা কাঠিন্যের।" (জলদাস, ২০২২, পৃ. ২৫)। নিজের সঙ্গে নিজেকে যুদ্ধ করতে হয়েছে ভুবনকে, কারণ অন্য পাঁচজন জেলে নারীর মতো ভুবন সকলের সামনে আসতো না। নিজের সম্ভ্রমবোধকে বিসর্জন দিয়ে ভুবনকে মাছের খারাং মাথায় তুলে নিতে হয়। *সারেং বৌ* উপন্যাসের নবিতুনকেও দু'মুঠো অন্নের জন্য চৌধুরী বাড়িতে বাদীর কাজ নিতে হয়। নবিতুন কিংবা ভুবনের আত্মসম্মানবোধকে এভাবেই দারিদ্র্যের কাছে হার মানতে হয়। এই নারীদের বেশিরভাগকেই কোনো না কোনো পেশা অবলম্বন করতে হয়– মূল ভূখণ্ডের নারীদের সঙ্গে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীদের এখানে বিস্তর প্রভেদ। এভাবে "দুঃসহ দারিদ্র্য, রূঢ় বিপর্যয়ে জেলে নারীরা পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।" (বেগম, ২০১৮, পৃ. ১৪৪)। একে অপরের বিপদে এরা সামনে এগিয়ে আসে। ভুবনের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে প্রতিবেশী বংশীর মা সাহস যুগিয়ে বলে :

> জাইল্যার মাইয়াপোয়ার কোনো শরম নাই। বাঁচি থাইবাল্লাই মানুষত্তোন বহুত কিছু গড়ন পড়ে। আঁরাতো চুরি নো গরির, খানকিগিরি নো গরির। শুধু বাঁচি থাইবাল্লাই পোয়া

> মাইয়ারে বাঁচাই রাইবাল্লাই মাছ বেচিদ্দে। তুঁই বুগত্ সাহস বাঁধ। বিয়াগ্গিন ঠিক অই যাইতো গই। (জলদাস, ২০২২, পৃ. ২৬)

উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লীর বিধবা নারীরা ভুবনের মতোই মাছ বিক্রি করে জীবিকা সংস্থান করে। বহদ্দারের বাড়ি থেকে মাছ কিনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে মাছ তারা বিক্রি করে। "বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই নিম্নবর্ণের নারীরা জীবিকার জন্য নানা ধরণের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। ...কিন্তু মজুরি বৈষম্যে তারা পিছিয়ে আছে।" (হোসেন, ২০০৬, পৃ. ৭৮৮-৭৮৯)। *জলপুত্র* উপন্যাসে দেখা যায় মাছবিয়ারিদের মধ্যে পুরুষ ক্রেতারা কেনার পর যা থাকে নারী ক্রেতারা সেগুলো কিনে নেয়। কিন্তু পুরুষ বিক্রেতার তুলনায় নারী বিক্রেতারা মাছের দাম পায় কম। *জলপুত্র* উপন্যাসে নারীর ক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্যের দিকটি এভাবে উন্মোচিত :

> এরা জানে না এই বিধবা নারীরা কীভাবে মাছ আনে। মাছ বিক্রি শেষে তাদের হাতে লভ্যাংশ পৌঁছে অতি সামান্য। সেই টাকায় সন্তানের মুখে সামান্যই খাবার তুলে দিতে পারে তারা। (জলদাস, ২০২২, পৃ. ১৬)

সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিম্নবর্গ মানুষের পেশা সংক্রান্ত জীবনসংগ্রাম তিনটি উপন্যাসেই মৌলসত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের এই পেশা সংক্রান্ত জীবনসংগ্রামের কেন্দ্রে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। তিনটি উপন্যাসেই উপকূলবর্তী নারীজীবনে সমুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। *সারেং বৌ* উপন্যাসের নবিতুন তার ভালোবাসার আকর্ষণে ও জমির মায়া দেখিয়ে কদমকে আটকে রাখতে চায় নিজের কাছে। "গেরস্তির নেশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় কদমের সমুদ্রের নেশাটা।" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৯২)। নবিতুনের কাছে জমির টান যতটা না, এর চেয়ে বেশি স্বামীর বিচ্ছেদ অথবা অনুপস্থিতিজনিত আর্থ-সামাজিক নানাবিধ সংকট। *সারেং বৌ* উপন্যাসের নবিতুনের মতো *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের মালেকের মা ও *জলপুত্র* উপন্যাসের ভুবনও চাইতো তাদের স্বামী, সন্তানেরা ডাঙায় যে-কোনো কাজ করে জীবিকার্জন করুক। কোনো এক রাতে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে আরও সাত-আটটি ট্রলারের সঙ্গে মালেকের বাবার ট্রলারটিও ডুবে যায়– পরিণতি মালেকের মায়ের বৈধব্যদশা। হরিশংকর জলদাসের *জলপুত্র* উপন্যাসের ভুবনেশ্বরীসহ আরও অসংখ্য নারী বিধবার করুণ জীবন বয়ে চলেছে। বৈধব্যের কারণ, তাদের স্বামীরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে, পানির গহ্বরে জালে আটকা পরে কিংবা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। একমাত্র ছেলে গঙ্গাপদকে ভুবন পড়ালেখার দিকে ধাবিত করেছিল, যেন বাবার জীবনের করুণ পরিণতি তার বেলাতে না ঘটে। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রা সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনজীবনের অলঙ্ঘ্য সত্য, তাদের জীবিকার মূল উৎস। তাই ভূমির প্রতি আকর্ষণ কিংবা পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ কোনোকিছুই নবিতুন, মালেকের মা, ভুবনেশ্বরীর মতো উপকূলবর্তী নারীর সহায়ক হয়ে দেখা দেয়নি। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সমুদ্রযাত্রায় নারীর জীবনে সীমাহীন হাহাকার, দুঃখ, দারিদ্র্য ও সামাজিক সংকট

সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীজীবনে নির্মম সত্যরূপে চিহ্নিত। নবিতুন, মালেকের মা, ভুবন কিংবা উপকূলবর্তী অন্য নারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য এখানে নগণ্য। এছাড়া, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী তার শারীরিক ও মানসিক শক্তির সর্বস্ব দিয়ে সংসারের কল্যাণে নিয়োজিত থেকেও পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তার নেই। (বেগম ও হক, ২০০১, পৃ. ১৭৯)। সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য নবিতুনের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কদম তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় : "সামনের পয়লা চান্দেই রওনা দেব। কদম বুঝি ওর সিদ্ধান্তটাই জানিয়ে দিল নবিতুনকে।" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৯৪)

"বাংলাদেশের পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ অনুসারে।" (বেগম ও হক, ২০০১, পৃ. ১৭৮)। যে পিতৃতন্ত্র কিছুতেই অর্থনীতিতে নারীর হস্তক্ষেপকে মেনে নিতে পারে না। (ইউনুস, ২০০৯, পৃ. ৪১৮)। যদিও স্বামীর দীর্ঘ প্রবাসজনিত অনুপস্থিতিতে নিতান্ত বাধ্য হয়ে নবিতুন অন্যের বাড়িতে দু'বেলা খাবারের বিনিময়ে কাজ করেছে, ফিরে এসে সে স্বামীই প্রশ্ন তুলেছে কেন সে এ কাজে গেল। নবিতুনের প্রতি উচ্চারিত কদমের শব্দপ্রয়োগ এক্ষেত্রে লক্ষযোগ্য : "খানকি 'মায়া মানুষ' লয়া ঘর করিনা আমি।" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৯৯)। কদমের এ ধরণের অবমাননাকর বাক্যব্যবহার নারীর অধস্তন অবস্থার প্রকাশবাহী। অবশ্য, লুন্দর শেখ ও পোস্টমাস্টারের মিলিত ষড়যন্ত্রের বিষয়টি কদমের অগোচর ছিল। তবুও এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো পিতৃতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থায় পরিবারের মান-সম্মানের কথা বিবেচনা করে নারীর জীবিকার্জনের ব্যবস্থাটি কদমের পক্ষে কোনোমতেই মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসেও বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড থেকে দূরবর্তী শাহপরী দ্বীপের নারীর সামাজিক অবস্থানকে সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। এখানে সন্তান উৎপাদন-ক্ষমতা দিয়ে নারীকে মূল্যায়ন করা হয়। সন্তান না হওয়ায় টেকনাফের সোনামিয়া সাফিয়াকে বাঁজা অপবাদ দিয়ে তালাক দেয়। প্রথমে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে এবং বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের নিঃস্ব নিরালম্ব জীবনে বেঁচে থাকার পাথেয় হয়ে সাফিয়া জীবনের হাল ধরে। মা জয়গুন সাফিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখলেও তার একজন পুরুষ সঙ্গী চাই। কারণ সাফিয়ার অনুভব : "একা-একা বসবাস ভীষণ ভয়ানক– সঙ্গে কাউকে চাই।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৮১)। নিঃসঙ্গ জীবনে পূর্ণতা আনতে নেশাখোর, জুয়াড়ি শুকুরের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হলেও শুকুর কর্তৃক ক্রমাগত লাঞ্ছনা, অপমান ও শারীরিক নির্যাতনে সমূহ মানবিক বিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত হয় সাফিয়া। বৈবাহিক সম্পর্কের যুক্তি দিয়ে সে লাঞ্ছনা-নির্যাতনকে কিছুতেই বৈধতা দেয়া যায় না। সমাজে বিদ্যমান লৈঙ্গিক-বৈষম্য এভাবেই প্রান্তিক নারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক দেখিয়েছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারীরা কেবল পুরুষের তুলনায় অধস্তন নয়, অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। (মাসুদুজ্জামান, পৃ. ১১)। এই বিবেচনায়

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে নারীর নিম্নবর্গীয় অবস্থান স্পষ্ট। উপর্যুপরি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে সাফিয়ার দিনগুলো দুঃসহ হয়ে উঠে। সেলিনা হোসেন অতি কৌশলে সাফিয়ার জন্মের সময়কার প্রাকৃতিক ঝড়ের সঙ্গে ওর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধময় সংগ্রামী জীবনকে মিলিয়ে নেন :

> ঝড়ের দিন ওর জন্ম। সাফিয়ার হাসি পায়। সে জন্য বুঝি ঝড় মাথায় করে বেড়ে ওঠা-ঝড় নিয়ে দিন কাটানো। সব ঝড় থামে, ওর জীবনের ঝড় আর থামে না। ভালো লাগে না। টানতে টানতে এখন ক্লান্তি এসে গেছে। (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৭৫)

এরপরেও নিজের সঙ্গে, বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অপশক্তির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় সাফিয়াদের। সাফিয়ার যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনকাহিনি বয়ানের পাশাপাশি *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে জুলেখার করুণ পরিণতিকে উপন্যাসের ঘটনাংশে সুকৌশলে প্রবেশ করান সেলিনা হোসেন। যেখানে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীজীবনে নির্যাতনের মাত্রা নিষ্ঠুরতার সীমা অতিক্রম করে। নর-নারীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, সে সম্পর্কে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর নারীর গর্ভধারণ, এরপর পুরুষ কর্তৃক নারীকে প্রত্যাখ্যান এবং এই প্রত্যাখ্যানজনিত সামাজিক নিগ্রহের আশঙ্কায় নারীর আত্মহত্যা– এই হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী নির্যাতনের একটি অন্যতম দিক। স্বশ্রেণি অতিক্রমণের প্রয়াসে মালেকের ভাই সালেক জুলেখার একনিষ্ঠ প্রেমকে অস্বীকার করে সেন্টমার্টিনের গণি মিয়ার একমাত্র মেয়ে রহিমুনকে বিয়ে করে। এদিকে জুলেখার পেটে সালেকের সন্তান। বিকারগ্রস্ত সমাজব্যবস্থায় ধ্বংসের অবিনাশী আয়োজন চলে জুলেখার জীবনে, আত্মহনন কিংবা হত্যা যার অনিবার্য পরিণাম। বিয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের পর পুরুষ কর্তৃক প্রতারণার শিকার হওয়ার ঘটনা নারীর জীবনে অহর্নিশ ঘটছে। সম্প্রতি নারীবাদীরা একে ধর্ষণের আওতায় স্থান দিচ্ছেন। "বিবাহের প্রতিশ্রুতি, সম্মতিসূচক যৌনমিলন, অতঃপর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ– মোটামুটি এই তিনটি হবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত ধর্ষণের উপাদান।" (সায়েম, ২০২০)। এই বিবেচনায় *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের জুলেখা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। নাফ নদীর মোহনায় জুলেখার মৃতদেহের সন্ধান পেয়ে মালেকের মনে হয় : "খুব কাছে থেকে ওকে একটা বিশাল শুঁয়োপোকার মতো মনে হয়, বিশাল এবং কুৎসিত।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ৩০০)। এভাবেই সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিম্নবর্গীয় নারীদের পোকামাকড়ের মতো মরে পড়ে থাকতে হয় আবার কখনোবা জীবন্মৃতের মতো বেঁচে থাকতে হয়। কারণ, এই সমাজে জুলেখা কিংবা তার অনাগত সন্তানের কোনো জায়গা নেই। সালেকের মতো লোভী, নারী-নির্যাতকের কোনো বিচার এই সমাজে নেই। মুহূর্তেই মালেকের মনে হয় সালেককে "প্রয়োজন কুচিকুচি করে কাটা। বিচার-আচার নেই বলে এমন হয়। কে কার বিচার করবে?" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ৩০০)। বুঝতে অসুবিধা হয় না এ প্রশ্ন কেবল মালেকের নয়, এ প্রশ্ন স্বয়ং লেখকের; জাতির বিবেকের কাছে। হরিশংকর জলদাসের *জলপুত্র* উপন্যাসে রামহরির মেয়ে

তীর্থবালার সঙ্গে গোলকবিহারীর বাড়িতে গাউর হয়ে আসা ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স্ক হারাধনের শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে তীর্থবালা গর্ভবতী হলে রামহরি সালিশে বিচার দাবি করে। বিচারে তীর্থবালার সঙ্গে হারাধনের বিয়ে সাব্যস্ত হয়। খিস্টধর্মমতে বাগদত্তা নয় এমন কোনো কুমারি মেয়ে পেয়ে কোনো পুরুষ তার সঙ্গে মিলিত হয়ে ধরা পড়লে সেই পুরুষ মেয়ের বাবাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দেবে এবং মেয়েটিকে বিয়ে করবে। শারীরিক মিলনের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়ার প্রতিকারস্বরূপ এই ধরণের বিচারব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও চালু রয়েছে। (পেরেরা, ২০০৬, পৃ. ৭১০)। *জলপুত্র* উপন্যাসে উত্তর পতেঙ্গার জেলেসমাজে এই ধরনের বিচারব্যবস্থাকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছেন হরিশংকর জলদাস। *জলপুত্র* উপন্যাসে নারীর প্রতি নির্যাতনে, নারীর অধিকার আদায়ের পাথেয়রূপে সমাজ ইতিবাচক ভূমিকা স্থাপন করে। এক্ষেত্রে নারীর পক্ষে সমাজের একটি সংহত অবস্থান সৃষ্টি হয় এ উপন্যাসে। *সারেং বৌ* কিংবা *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা অলীক-কল্পনা। প্রায় একই ঘটনার প্রেক্ষাপটে জুলেখা ও তীর্থবালার পরিণতি যেন এ সত্যটিই প্রতিষ্ঠা করে।

"জেলেপাড়ায় জন্ম দেয়ার যন্ত্র হিসেবে প্রতিটি পরিবারে নারীরা বেঁচে থাকে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়।" (রায়, ২০১৫, পৃ. ১০৪)। মালেকের ভাই সুজার স্ত্রী কাঞ্চনকে তাই মার খেতে হয়। অথচ, "নারী-পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য আছে কিন্তু সামাজিক অবস্থানের কোনো পার্থক্য নেই।" (আনোয়ার, ২০১৫, পৃ. ২৬)। লেখকের এই ভাবনারই প্রতিফলন পাওয়া যায় *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে সুজা চরিত্রের মাধ্যমে। সমগ্র জেলে সমাজে বউ মারা যেখানে একটি নিত্য ব্যাপার, সেখানে সুজা অন্যরকম ভাবে। স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার মতো ঘৃণিত কাজ করে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। উপন্যাসে আছে : "এই প্রথম। অথচ কাজটা ও মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৪৯)। আবার শারীরিক নিগ্রহের পরও কাঞ্চন ওর খাবারের জন্য কেন অপেক্ষা করে বসে থাকে এর যুক্তি খুঁজতে গিয়ে সুজার অনুধাবন :

> সবাই এই নিয়মের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে, এটাই চিরকাল থাকুক-তাই চায়। তোরাব আলি কর্তৃত্ব করে ওদের ওপর, ওরা কর্তৃত্ব করে ঘরে। ওই কর্তৃত্বটুকু না থাকলে বুঝি পৌরুষ ভেস্তে যায়। (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৫২)

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাপুষ্ট পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই নারীর ওপর আধিপত্যের রাজনীতি কায়েম করে। যে পুরুষ কর্মক্ষেত্রে তার মালিকের সামনে নত, সেই পুরুষ আবার ঘরে ফিরে হয়ে ওঠে প্রভু। নারীকে শারীরিক নিগ্রহেও তার বাধা নেই। (হোসেন, ২০০৬, পৃ. ৬৯০)। সমালোচকের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে শ্রেণিশাসিত সমাজে কেন্দ্র ও প্রান্তের ধারণাটির অনুরণন পাওয়া যায় :

> পিতৃতন্ত্রে সর্বদাই ক্ষমতার একটা কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিত একটা প্রান্ত আছে বলে মনে করা হয়। এর ফলে পিতৃতন্ত্রে ক্ষমতার সমবণ্টন কখনোই সম্ভব হয় না। মনে করা হয় যে, ক্ষমতার কেন্দ্রে যে আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে প্রান্তিক সমাজের অবস্থান। (মৈত্র, ২০০৭, পৃ. ৪৯)

পোকামাকড়ের ঘরবসতি উপন্যাসের সুজার মতো *জলপুত্র* উপন্যাসের জয়ন্তর মধ্যে নারীকে নিয়ে ইতিবাচক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বরং এক্ষেত্রে জয়ন্ত আরও একধাপ এগিয়ে। সে স্ত্রীকে নানা কাজে সহযোগিতা করে। স্ত্রী অভিযোগ তুললে বলে : "রাখো তোমার শরম। বউ যখন জামাইর লুঙ্গি-ধুতি-গেঞ্জি-জামা ধুই দে, তখন বউয়েরে শরম নো দে কেউ?" (জলদাস, ২০২২, পৃ. ৯)

নারীর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সাহসী পদক্ষেপ

সারেং বৌ উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াইরত সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর দৈহিক-মানসিক শক্তি ও সাহসের রূপায়ণে শহীদুল্লা কায়সার অনন্য। নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় এ উপন্যাসের নবিতুন দুঃসাহসী। ধর্ষণোদ্যত লুন্দর শেখকে নবিতুন এমনভাবে মোকাবিলা করেছে যে সে আর দ্বিতীয়বার এ পথ মাড়াবে না। মানসিক শক্তি নিয়ে এতোদিন যেমন লুন্দর শেখের প্রলোভনকে উতরে এসেছে নবিতুন, তেমনি শারীরিক শক্তিতেও সে অনন্য : "এক হাতের টানে কত শক্তি নবিতুনের! যেন ছিঁড়ে ফেলবে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে সে বাতাসে ছিটিয়ে দেবে ওই মানুষটির বর্বর পশুত্বটাকে।" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৬৯)। রাতের অন্ধকারে কুরবানের কু-ইঙ্গিতে দরজায় কড়া নাড়ার প্রতিরোধেও নবিতুন মারমুখী। দুঃসাহসী নবিতুনের পরিচয় দিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন : "কি দুঃসাহস নবিতুনের। এই ঘুরঘুট্টি আঁধারে খুলে ফেলল দরজাটা? লোকটা না পালিয়ে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত ওর ওপর?" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৩৬)। এভাবেই সর্বাত্মক প্রতিরোধে নবিতুন তার নারীসত্তার মহিমা অক্ষুণ্ন রাখে। নবিতুন চরিত্র বিশ্লেষণে সমালোচকের বক্তব্য : "সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার বাঁচা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তাকে এক অসাধারণ নারীচরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" (বানু, ২০০৮, পৃ. ৩৪)

নবিতুনের মতো *জলপুত্র* উপন্যাসের ভুবনেশ্বরীও নারীর মর্যাদা রক্ষায় দুঃসাহসী। বিকারগ্রস্ত পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি জনইপ্যার বাপ কর্তৃক বংশীর মার শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ভুবনের মারমুখী অবস্থান *জলপুত্র* উপন্যাসে বিশেষ ব্যঞ্জনা পায়। ভুবনের নেতৃত্বে আরও তিন জেলে নারীর সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে প্রকাশিত নারীর সাহসিকতা আলোড়ন জাগায়। জেলেসমাজে নারীর এমন প্রতিবাদ, জাগরণী বিস্ফোরণ এই প্রথম। কেবল নারী নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যা এতোদিন কেউ চিন্তাও করতে সাহস পায়নি ভুবন তা করে দেখিয়ে দিয়েছে। হরিশংকর জলদাস অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার নারীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের শিল্পভাষ্য নির্মাণ করেছেন :

> সমস্ত জীবন মার খাওয়া জেলেসমাজের চারজন নারী আজ জেলেদের দীর্ঘদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে। শক্ত সমর্থ অর্থবান জেলেরা যা এতদিন করতে পারেনি, আজ চারজন নিঃস্ব হতদরিদ্র জেলে নারী তা করেছে। (জলদাস, ২০২২, পৃ. ৬৯)

সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিরন্তর টিকে থাকে, সামাজিক অপশক্তির বিরুদ্ধে তাদের এরূপ শারীরিক প্রতিরোধে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রকটিত। *জলপুত্র* উপন্যাসের এই অংশটিতে নারীর চরিত্রায়ণে ঔপন্যাসিক একতাবদ্ধ ও সংগ্রামী প্রত্যয়কে শিল্পিত মাত্রা দিয়েছেন। যে-কোনো অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়নে উত্তর পতেঙ্গার জেলেসমাজের নারীরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদের ভাষা খুঁজতে সাহস জুগিয়েছে। অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস তৈরি হয়েছে এদের মধ্যে। তাইতো নিজ বসতভিটার অন্যায় দখলে ভুবন বিজনবিহারী বহদ্দারের কাছে গোলকবিহারীর বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেলে বংশীর মাকে তার পাশে পায়। বংশীর মার দৃপ্ত উচ্চারণ : "গোলকবিহারীর এই জবর দখল অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।" (জলদাস, ২০২২, পৃ. ৬১)। উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মধ্যেই নারী নিপীড়িত হয়েছে পুরুষতন্ত্রের কাছে। এদের মধ্যে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নারীরা নির্যাতনের কথা প্রায়শই প্রকাশ্যে আনে না। "এদিক থেকে নিম্নবর্গের নারীরাই প্রকাশ্যে পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে। চেঁচিয়ে নির্যাতনের কথা বলে।...তাদের লড়াই প্রত্যক্ষ।" (হোসেন, ২০০৬, পৃ. ২৫০)। তবে, শুকুরের লাম্পট্যের বিরুদ্ধে সাফিয়ার প্রতিবাদ ভিন্ন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। জুয়া খেলায় মারামারি করে শুকুর খুন হলে সাফিয়ার নিরাসক্তির মাঝে তার নিরব প্রতিবাদ ব্যক্ত। এমনকি শুকুরের লাশ সে দেখতে চায়নি এবং নিজের কাছে নিয়ে আসতেও চায়নি। "যেন ব্যাপারটায় ওর কিছু এসে যায় না।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ৩২৪)। লাশ না নিলে লোকে কী বলবে মায়ের এমন প্রশ্নের জবাবে সাফিয়ার উত্তর : "মানুষের কথা অ্যাতো হুইনলে তুই এক বেলাও ভাত খাইত ন পারিবা মা।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ৩২৬)। এভাবেই সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে সাফিয়ার নির্মম প্রতিবাদ ভাষারূপ পেয়েছে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে। নিজের শক্তিকেই বড় করে দেখে সাফিয়া। লুন্দর শেখ, শুকুর নামক সামাজিক অপশক্তির বিরুদ্ধে যথাক্রমে নবিতুন ও সাফিয়ার লড়াই একক। নবিতুনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রত্যক্ষ; সাফিয়ার ক্ষেত্রে যা পরোক্ষ, অনেকটা নিরব প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান। *জলপুত্র* উপন্যাসটি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, নারীর অপমান ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ভুবনেশ্বরীর পাশে অন্য জেলেনারীরা নির্দ্বিধায় যুক্ত হয়। সর্বাত্মক প্রতিরোধে নারীর ঐক্যশক্তির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে তারা।

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের প্রধান তিনটি নারীচরিত্র নবিতুন, সাফিয়া ও ভুবনের জীবনসংগ্রামের যে চিত্র বাঙ্ময় হয়েছে সেখানে দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বারংবার বাধায় পর্যুদস্ত

হয়েও হাল ছেড়ে দেয় না তারা। তবে, সাফিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি মিটিয়ে বাড়তি কিছুর স্বপ্ন দেখলেও নবিতুন ও ভুবনের তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যদিও স্বামী ফেরত আসায় স্বপ্ন-সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিগন্ত নবিতুনের সামনে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, সাফিয়া কিংবা ভুবনের জীবনে যা অসম্ভব। দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় অবস্থানকারী এই নারীরা অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। আবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আধিপত্যের রাজনীতিতে সাংস্কৃতিকভাবে এই নারীদের নিম্নবর্গীয় অবস্থান স্পষ্ট।

নারীর প্রেম, প্রণয় ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব

সামাজিক জীবনের পাশাপাশি উপকূলীয় নারীর ব্যক্তিগত জীবনও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* উপন্যাসে নবিতুনকে দাম্পত্য প্রেমে একনিষ্ঠ নারী হিসেবে পাওয়া যায়। প্রবাস থেকে ফিরে এসে লুন্দর শেখের কুমন্ত্রণায় কদম যখন তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে তখনও অপরিসীম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা নবিতুন। যে নারীর স্বামী জাহাজের কাজ নিয়ে সমুদ্রে অবস্থান করবে তাকে ধৈর্যশীল হয়েই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে– এ যেন উপকূলের এক অঘোষিত নিয়ম। "বউটার ওপর একটু নজর রাখিস।" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৮৮)। লুন্দর শেখের এরকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথা এবং পোস্টমাস্টারের বাঁকা কথায় কদম সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়লে সংকট তৈরি হয় নবিতুনের মনোজগতে। নবিতুনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য :

> একদিন রেগেই গেল কদম। রেগে-মেগেই বলল, মাইনষে যে এত কথা বলে কানে যায় না তোর। তুই কি বয়ড়া? নিরুত্তর নবিতুন। 'মাইনষে' কি বলে না বলে ওতে যেন কিছুই আসে যায় না ওর। পাটিপাতা রঙ মুখের কাজল রঙ দুটো চোখ। চকিতে বুলিয়ে যায় কদমের মুখটা। যেন শুধায়, তুমি কি বলো? (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৮৯)

কদমের প্রবাসে অবস্থানকালে লোকের কথায় মুহূর্তের জন্যও নবিতুনের মনে কদমের প্রতি অবিশ্বাস স্থান পায়নি। সেই লোকেদের কথা শুনে কদম নবিতুনকে সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বহিঃশক্তির ক্রমাগত আক্রমণের মুখেও মানসিক শক্তিতে অবিচল থাকা নবিতুনের অন্তর্জগতে এবার টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রেক্ষাপটে কদমের সঙ্গে নবিতুনের বিস্তর মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়। তাইতো কদমের সমুদ্রের দিকে যাত্রাকালে গোটা সারেং বাড়ির লোক তাকে বিদায় দিতে আসলেও এদের সঙ্গে নেই কেবল নবিতুন।

লুন্দর শেখ নবিতুনকে অনেকগুলো টাকা দিতে চাইলে সে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অন্যদিকে, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উন্যাসের সাফিয়াকে শুকুর অতিরিক্ত কিছু টাকা আদায় করে দেয়ায় শুকুরের পুরুষত্বের তারিফ করে সে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজজীবন এখানকার নারীদের মনস্তত্ত্ব গঠনে কাজ করে; মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী জেলেপাড়ার সাফিয়া যেন সাগরের মতোই রহস্যেঘেরা এক নারী। রহস্যে চঞ্চলা সাফিয়া মাঝে মাঝে কোন গণ্ডি না রেখে মালেকের

কাছে আত্মসমর্পণ করে। যদিও মালেকের সঙ্গে সাফিয়ার ব্যবসায়িক সম্পর্ক। মালেকের অনন্ত প্রেমের আহ্বান ফিরিয়ে দেয়ার পেছনে সাফিয়ার যুক্তি হচ্ছে মালেক বড় বেশি সরল আর বোকা, নিজের স্বার্থ বোঝে না। স্বামী শুকুর কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে মালেকের প্রতি সাফিয়ার ভাবাবেগে আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। তোরাব আলীর লোকজন কর্তৃক মালেককে প্রহার করা হলে মনের দ্বন্দ্ব উতরে মালেকের জন্য সাফিয়ার বুকে হাহাকার দেখা দেয়। মালেকের জন্য সাফিয়ার ভাবাবেগের পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব প্রকাশে সেলিনা হোসেনের স্পষ্ট শব্দবিন্যাস : "ওর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ৩২০)। শুকুরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেও এ পর্যায়ে মালেকের প্রতি সাফিয়ার পক্ষপাতিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মায়ের অনুরোধে সাফিয়া তার স্বপ্ন গড়তে তিল তিল করে জমানো চার হাজার টাকা মালেকের চিকিৎসার জন্য দেয়। হয়ত মালেকের সুস্থতার সঙ্গে নিজের নিশ্চিত ভবিষ্যৎকেই মিলিয়ে নিয়েছিল সে। তবে, সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর মালেকের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে সাফিয়া। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত সাফিয়ার মনে প্রশ্ন : "মালেক কি এখন আর তেমন করে তার কথা ভাবছে না?" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ৩২৭)। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর সাফিয়ার প্রতি মালেকের আচরণের মধ্যে নিহিত। এলাকার অধিবাসীদের বৃহত্তর কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ মালেকের কাছে এখন আর সাফিয়ার এসব ভাবাবেগের মূল্য নেই। মালেককে যখন সাফিয়ার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তখনই সে তাকে ছেড়ে যায়। *সারেং বৌ* উপন্যাসেও দেখা যায় গ্রামবাসীর ক্রমাগত চক্রান্তে বিপর্যস্ত নবিতুনের পাশে যখন কদমকে প্রয়োজন ছিল, কদম তখন নবিতুনকে ফেলে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। নবিতুন ও সাফিয়ার যথাক্রমে নিঃস্বার্থ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রেমে যথেষ্ট অমিল থাকলেও চূড়ান্ত মুহূর্তে তাদের পাশে প্রেমাস্পদের অবস্থানগত দিক থেকে মিলই বেশি। যদিও নবিতুনের পরিণতি মিলনাত্মক আর সাফিয়া আটকে পড়ে একটা বিশাল জালে : "এখান থেকে আর কিছুতেই বেরুতে পারবে না, ওর সামনে কোনো দিগন্তরেখা নেই, আকাশের সীমানা অস্পষ্ট।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ৩২৭)

জলপুত্র উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র ভুবনের জীবনে প্রেম কিংবা দাম্পত্যপ্রেম সংক্রান্ত এ ধরণের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা দৃষ্টিগোচর হয় না। উনিশ বছরের তরুণ চন্দ্রমণির সঙ্গে বিশ টাকা কন্যাপণের বিনিময়ে বিয়ে হয় ভুবনের। নিতান্ত অপরিণত বয়সে জেলে নর-নারীদের বিয়ে হয় বলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা দানা বাঁধতে পারে না। সন্তান উৎপাদনের জন্য যতটুকু প্রেমের প্রয়োজন উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার নারীদের ভাগ্যে ততটুকুই জুটত। তাছাড়া তখনো বাঙালি গোঁড়া পরিবারগুলোতে দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হতো না বললেই চলে। (বেগম ও হক, ২০০১, পৃ. ২০৫)। জেলেপল্লীতে নর-নারীর দাম্পত্য-ভালোবাসার স্বরূপ *জলপুত্র* উপন্যাসে এভাবে উন্মোচিত :

> মহাবুভুক্ষু নিয়ে পুরুষ একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিকাবধূর ওপর। শরীরের আড় ভাঙে। এই আড় ভাঙাভাঙিতেই সন্তান আসে পেটে। তাই জেলেপল্লীতে দাম্পত্য-ভালোবাসা

> দানা বাঁধে না। শুধু প্রয়োজনের খেলায় মগ্ন হয় তারা। প্রয়োজন ফুরোলেই জেলেপুরুষ বাইরের এবং জেলেনারী সংসারের ডামাডোলে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (জলদাস, ২০২২, পৃ. ১৪)

এরূপ একটি পরিবারে থেকেও ভুবনের সঙ্গে চন্দ্রমণির প্রণয় গড়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে ভুবনের দাম্পত্য-প্রেমের সঙ্গে নবিতুনের দাম্পত্য জীবনের প্রেমপর্বের মিল ঐকান্তিক। *সারেং বৌ* উপন্যাসের নবিতুনের সঙ্গে কদমের এবং *জলপুত্র* উপন্যাসের ভুবনের সঙ্গে চন্দ্রমণির ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, সে সম্পর্কে প্রণয়ও ছিল।। দু'বার বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হলেও নবিতুন ও ভুবনের মতো দাম্পত্য-প্রণয়ে সিক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা সাফিয়ার জীবনে নেই। প্রেম ও প্রণয়ে নবিতুন ও ভুবনের অবস্থান নির্দ্বন্দ্ব; সাফিয়ার উপস্থিতি দ্বান্দ্বিক। *সারেং বৌ* উপন্যাসে পাঁচ বছর পর ফিরে এসে কদম নবিতুনকে জিজ্ঞেস করে : "তোর খুব কষ্ট হয়েছে, নারে নবিতুন?" (কায়সার, ২০১০, পৃ. ৮১)। স্পষ্টতই বোঝা যায় শারীরিক সম্পর্কের বাইরেও একটা মানসিক বন্ধন তৈরি হয়েছিল নবিতুন ও কদমের মধ্যে। স্বামীর সঙ্গে নবিতুন ও ভুবন দু'জনেরই মানসিক নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। তবে, স্বামীর প্রতি প্রবল প্রেম সত্ত্বেও অন্তর্দ্বন্দ্বে নবিতুনের মতো নয় ভুবন। অবশ্য, উপন্যাসে ভুবনের দাম্পত্য জীবনের প্রত্যক্ষ বর্ণনা নেই বললেই চলে। নবিতুনের দাম্পত্য-প্রণয়ে প্রথমে মানসিক নৈকট্য তৈরি হয়, এরপর শারীরিক। বিয়ের পূর্বেই কদমের সঙ্গে নবিতুনের মানসিক নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। কাজেই বিবাহ-পরবর্তী তাদের শারীরিক বন্ধন অপেক্ষাকৃত পরিণত। কিন্তু ভুবনের ক্ষেত্রে দাম্পত্য-প্রণয়জনিত পটভূমি ভিন্ন। সংসারের অসংখ্য কাজের ফাঁকে, শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্য হয়ে উঠতে গিয়ে সে তার স্বামী চন্দ্রমণিকে ভালোবাসে। দাম্পত্য-প্রণয়ে পরিণত ভুবনকে পাওয়া যায় তার বৈবাহিক সম্পর্ক শুরু হওয়ার অনেক পরে। এদিকে সাফিয়াকে শেষ পর্যন্ত প্রণয়বঞ্চিতই থাকতে দেখা যায়।

ভুবনের আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের জায়গাটি তার ছেলে গঙ্গাপদের পড়ালেখাকে ঘিরে। গঙ্গাকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চাওয়ার পেছনে ভুবনের দ্বৈত উদ্দেশ্য ছিল। এর একটি হচ্ছে গঙ্গা পড়ালেখার মাধ্যমে মাছ ধরা ছাড়া অন্য পেশায় যেতে পারবে। অন্যটি, গঙ্গা শিক্ষিত হয়ে জেলেসমাজ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূরীভূত করবে। এদিকে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে গঙ্গা পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; এটি ভুবনের অনিঃশেষ মনঃকষ্টের কারণ। ভুবনের যুক্তি হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম পাড়ার অনেক ছেলেরা প্রবল আর্থিক দুর্দশার মধ্যে থেকেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলে গঙ্গাপদ কেন পারল না। পরিবারের আর্থিক অনটনের ব্যাপারটি গঙ্গাপদকে বুঝতে না দিলেও গঙ্গা তার পড়াশোনা চালিয়ে যায়নি। যদিও মায়ের কষ্ট লাঘবই ছিল গঙ্গার উদ্দেশ্য। গঙ্গার সিদ্ধান্তে ভুবনের মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য : "ভুবন কিছুই বলল না। শুধু দু'ফোঁটা টলটলে জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। মায়ের এ কাঁদার অর্থ গঙ্গা বুঝল না। ভুবনও

বোঝাল না।" (জলদাস, ২০২২, পৃ. ৬৯)। *সারেং বৌ* ও *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের নারীদের মাঝে শিক্ষা-বিষয়ক এ ধরণের কোনো চেতনার সাক্ষাৎ মেলে না।

নৈতিকতা ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারী

সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিম্নবর্গীয় নারীর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনযাপন সমতলভূমির নারীদের থেকে স্বতন্ত্র। এই নারীরা তাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে রসদ সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী নৈতিকতার বিচার করে। "Social Learning Theory বা সামাজিক শিখনতত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি তার নৈতিক বোধ গঠন করে বাহ্যিক পরিবেশের থেকে পাওয়া একগুচ্ছ রীতিনীতির অনুকরণের মধ্য দিয়ে।" (চট্টোপাধ্যায়, ২০১৪, পৃ. ১৭৩)। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাসে উপকূলবর্তী নারীর দৈনন্দিন জীবনাচারে ধূমপানের অভ্যাসের বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে জয়গুনের ধূমপানের বর্ণনা এমন : "কানে গোঁজা বারমা চুরুট। বুড়ির এই একটা শখ– ভাত না পেলেও চুরুট চাই।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৪০)। *জলপুত্র* উপন্যাসেও আছে : "ফুলমালার মা পান চিবোচ্ছে আর মালতির মা বিড়ি টানছে।" (জলদাস, ২০২২, পৃ. ২০)। আবার এ দু'টি উপন্যাসে নারীর চরিত্রায়ণে বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার উপস্থিতি লক্ষযোগ্য, যদিও এদের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় অবস্থান করে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান পেতে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীরা কেউ কেউ বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে সাফিয়া তার আর্থিক স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে মালেকের শারীরিক সংসর্গে আসে : "নিজেকে মালেকের হাতে নির্ভার ছেড়ে দেয় সাফিয়া, কোন গন্ডি টেনে রাখে না। মালেক যদি খুশি হয় হোক।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৪৪)। মালেককে গোপন করে মুক্তা বিক্রি নিয়ে জয়গুনের নৈতিক প্রশ্নে সাফিয়ার জবাব : "আরার প্যাটত ভাত নাই, ধান্ধা করি ভাত জোগাড় করণ লাগে।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৭০)। *জলপুত্র* উপন্যাসে গোপালের স্ত্রী বকুলবালাও নিজের শরীরের বিনিময়ে বিজন বহদ্দারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেয়। জীবিকার তাগিদে হরিনারায়ণের স্ত্রী গুড়াবিকে মাছবিয়ারির কাজ করতে হয়। তা দিয়েও তাদের সংসার চলে না। তাই বাধ্য হয়ে গুড়াবি মুসলিম পাড়ার মজিদের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। মজিদের সঙ্গে গুড়াবির সম্পর্কের ব্যাপারটি দু'মুঠো অন্নের জন্য। অবশ্য, বকুলবালার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কেবল আর্থিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। গোপালের শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণেও বকুলবালার অবদমিত বাসনা তাকে বিজন বহদ্দারের প্রতি আকৃষ্ট করে। *জলপুত্র* উপন্যাসে বকুলবালা ছাড়াও মঙ্গোলী, তীর্থবালার মধ্যে আদিম লিবিডোতাড়িত যৌনতার উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রান্তিক সমাজের স্বতন্ত্র নৈতিক বিচারধারা তাদের এরূপ জীবনধারার পশ্চাতে কাজ করে। (মৈত্র, ২০০৭, পৃ. ১৩৯)। *সারেং বৌ* উপন্যাসে নারীর চরিত্রায়ণে নারীর ধূমপান কিংবা অবাধ যৌনতার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় না। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পুরো জনপদ ধ্বংস হয়ে গেলে সৃষ্টির প্রথম নর-নারীর মতো একে অপরকে আবিষ্কার

করে কদম ও নবিতুন। আপন স্তন-দুগ্ধ পান করিয়ে মৃতপ্রায় কদমের দেহে প্রাণ সঞ্চার করলে ধর্মীয়-অনুশাসন ভঙ্গের জন্য আবারও নবিতুনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কদম। ইসলাম ধর্মমতে স্ত্রীর দুধ পান করা নিষিদ্ধ হলেও জীবন বাঁচানোর নিমিত্তে তাতে কোনো বাধা নেই। কাজেই ধর্মীয় নৈতিকতার বিচারেও নবিতুন উপযুক্ত কাজটিই করেছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ও *জলপুত্র* উপন্যাস দু'টি যথাক্রমে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড থেকে দূরবর্তী শাহপরী দ্বীপ এবং সমুদ্রের কূলঘেঁষা উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার স্থানিক পটভূমিতে রচিত। অন্যদিকে *সারেং বৌ* উপন্যাস সমুদ্র-উপকূলবর্তী হলেও একটি সংহত গ্রাম বামনছাড়ির পটভূমি এখানে স্থান পেয়েছে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী দ্বীপ এবং জেলেপাড়ার নারীর জীবনাচারের সঙ্গে একটি সংহত গ্রামের নারীর জীবনাচার ও নৈতিক বিচারপ্রথা ভিন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক।

নারীর প্রতীক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা

সারেং বৌ উপন্যাসের নবিতুন ও *জলপুত্র* উপন্যাসের ভুবন উভয়কেই তাদের সমুদ্রগামী স্বামীদের জন্য প্রতীক্ষারত অবস্থায় পাওয়া যায়। পার্থক্য এখানে যে, নবিতুনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটে পূর্ণতায়। অন্যদিকে দীর্ঘ বারো বছর স্বামীর জন্য অপেক্ষার পর বৈধব্যবেশ ধারণের মাধ্যমে ভুবনের প্রতীক্ষা বিয়োগাত্মক পরিণতি পায়। এক্ষেত্রে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের মালেকের মায়ের সঙ্গে ভুবনের মিলের জায়গা স্পষ্ট। *সারেং বৌ* উপন্যাসে কদমের জন্য নবিতুনের দীর্ঘ প্রতীক্ষাকে বরই গাছের সঙ্গে প্রতীকায়িত করেছেন শহীদুল্লা কায়সার। অবশেষে একদিন কদম ফিরে এলে নবিতুনের জমানো স্বপ্ন এক এক করে পূরণ হয়। তবে নবিতুনের জমির স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। যেমন ছেলেকে পড়ালেখা করিয়ে শিক্ষিত করে তোলার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায় ভুবনের জীবনে। অন্যদিকে, স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা কিংবা প্রতীক্ষাবসান– এসবের কিছুই সাফিয়ার জীবনে নেই। তবে, সাফিয়ার একটা পাকা বাড়ির স্বপ্ন ছিলো। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এই স্বপ্ন নিয়েই সাফিয়া বেঁচে ছিল। কারণ : "...স্বপ্নের বিস্তার দারুণ, বেঁচে-থাকা সহজ করে দেয়।" (হোসেন, ২০০৩, পৃ. ২৪১)। স্বপ্ন গড়তে চার হাজার টাকা সঞ্চয় করে সাফিয়া, যে টাকায় পরবর্তী সময়ে মালেকের চিকিৎসা হয়। ক্ষীণ আশা ছিল সুস্থ হয়ে মালেক তার পাশে দাঁড়াবে। বাস্তবিক মালেক কর্তৃক নীরব প্রত্যাখ্যানে বাক্‌রুদ্ধ সাফিয়া, স্বপ্নভঙ্গ হয় তার। সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর জীবন এভাবেই কাটে; কখনো অন্তহীন প্রতীক্ষা, কখনো পুরুষ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। এভাবে তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান শিল্পিত রূপ পায় এই তিনটি উপন্যাসে। নবিতুনের একখন্ড জমির স্বপ্ন, সাফিয়ার একটা পাকা বাড়ির স্বপ্ন থাকলেও ভুবন স্বপ্ন দেখে ছেলেকে শিক্ষিত করে তোলার। এদের স্বপ্ন ও স্বপ্নের বিস্তারে যে পার্থক্য তা কালগত অনৈক্যের ফল, আর যতটুকু সাযুজ্য তা অভিন্ন স্থানিক পটভূমির প্রভাবসঞ্জাত।

ফলাফল

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী নারীর জীবন, তাদের জীবিকা ও সংগ্রামশীলতা অঞ্চলসূত্রেই সত্য হয়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসগুলো রচিত হলেও অভিন্ন আঞ্চলিক পটভূমিতে এগুলোতে নারীচরিত্র রূপায়ণে বেশ সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। শহীদুল্লা কায়সার *সারেং বৌ* উপন্যাসে নারীচরিত্র চিত্রণে সামাজিক অপশক্তি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নারীর জেগে ওঠার এক দার্শনিক অভিব্যক্তি নির্মাণ করেছেন। সারেং-সুকানিদের পেশাকেন্দ্রিক জীবনসংগ্রামকে উপজীব্য করে উপন্যাসটি রচিত হলেও সাধারণ এক সারেংবধূ নবিতুনের নারীসত্তার অপার মহিমা উন্মোচন করা ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। হরিশংকর জলদাসের *জলপুত্র* উপন্যাসেরও কেন্দ্রিয় চরিত্র একজন নারী। উত্তর পতেঙ্গার জেলেসমাজে নারীর জন্ম হয় ভাত রাঁধতে ও সন্তান উৎপাদনের যান্ত্রিক কাজটি করতে; সেখানে ভুবনের মতো ব্যতিক্রমধর্মী নারীচরিত্র সৃষ্টি করে পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ উপন্যাসেও একটি বিশেষ পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে একা একটি নারীর জীবনসংগ্রাম মুখ্য। শোষণমুক্ত ও শিক্ষিত সমাজব্যবস্থায় অনাগত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় ভুবনেশ্বরীর অন্তহীন প্রতীক্ষা এখানে শিল্পিত অবয়ব পেয়েছে। সংগ্রামী নারীর জীবন *সারেং বৌ* ও *জলপুত্র* দু'টি উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলেও শহীদুল্লা কায়সার উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নবিতুনের মধ্যে কিছুটা রোমান্সভাবনার প্রয়োগ করেছেন। জেলেসমাজ থেকে উঠে আসা হরিশংকর জলদাসের *জলপুত্র* উপন্যাসে নারীর চরিত্রায়ণে জোর করে কোনো আদর্শকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস দেখা যায় না। নারীর জীবন রূপায়ণে *জলপুত্র* উপন্যাসে তিনি বস্তুনিষ্ঠতার সাক্ষর রেখেছেন। তবে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভে ভুবনের তুলনায় নবিতুনের চরিত্রায়ণ অধিকতর পরিশীলিত ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি পেয়েছে। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের মধ্যে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের রচয়িতা একজন নারী। সেলিনা হোসেনের এ উপন্যাসে শাহপরী দ্বীপের অধিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মধ্যে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সামাজিক অবস্থান উন্মোচিত হয়েছে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নারীর বহুমাত্রিক কর্মময় জীবনকে সেলিনা হোসেন এ উপন্যাসে চিহ্নিত করেছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনসমাজে সাংস্কৃতিকভাবে নারীর প্রান্তিকায়নের দিকে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি একজন পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার ও সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানটিকে এখানে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অন্য দু'জন পুরুষ ঔপন্যাসিকের তুলনায় সেলিনা হোসেন ব্যতিক্রমী শিল্প অবয়ব নির্মাণের দাবিদার। নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। *জলপুত্র* উপন্যাসে সে বদলে যাওয়া সময়ের সমাজব্যবস্থার কথা জানান দিতে ভোলেননি হরিশংকর জলদাস। এ উপন্যাসে একটি সংহত সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক সালিশে বিচারপ্রথার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় *জলপুত্র* উপন্যাসে। সেলিনা হোসেন *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে নারীর বসবাসোপযোগী যেরূপ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, *জলপুত্র* উপন্যাসে হরিশংকর জলদাস খানিকটা হলেও সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। জুলেখার আত্মহত্যার পর বিচারশূন্যতায় মালেকের যে আর্তবিলাপ

পাওয়া যায়, সমরূপ ঘটনায় *জলপুত্র* উপন্যাসে তীর্থবালার প্রতি সদ্বিচারে আলোর দিকে সমাজের অগ্রযাত্রার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এখানে উল্লেখ্য, কালিক পটভূমি বিচারে *সারেং বৌ* উপন্যাস স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালের, *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাস স্বাধীনতা-পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর শেষের দশকের রচনা। অন্যদিকে *জলপুত্র* উপন্যাসটি একবিংশ শতাব্দির রচনা বলেই সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিনিধি হয়েও ভুবনেশ্বরীর মধ্যে হরিশংকর জলদাস শিক্ষাসচেতনতার বিষয়টিকে স্থান দিতে পেরেছেন। ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত শহীদুল্লা কায়সার কিংবা সেলিনা হোসেনের আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ে যা কল্পনাতীত।

উপসংহার

শহীদুল্লা কায়সার, সেলিনা হোসেন ও হরিশংকর জলদাস তাঁদের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা ও শিল্পসৃষ্টির গভীরতায় আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নারীর লড়াকু মনোভাবকে শিল্পিত মাত্রা দিয়েছেন। সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় নারীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানের রূপায়ণে তাঁরা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখলেও এই নারীরা চিরায়ত বাঙালি নারীর অভিন্ন স্বভাববৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল দাবিদার। আর্থিক অনটন, সামাজিক নিপীড়ন ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব– এই ত্রিমুখী সংঘর্ষে বিপর্যস্ত হলেও সংগ্রামশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই নারীরা।

তথ্যসূত্র

আনোয়ার, চন্দন (২০১৫)। সেলিনা হোসেনের মুখোমুখি। *গল্পকথা*, (চন্দন আনোয়ার, সম্পা.), সেলিনা হোসেন সংখ্যা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৬। রাজশাহী।

আনোয়ার, চন্দন (সম্পা.) (২০২০)। *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি : পাঠ ও মূল্যায়ন*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

ইউনুস, মুন্সী মহম্মদ (২০০৯)। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : একটি নিবিড় পাঠ। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব*, (নবেন্দু সেন, সম্পা.)। রত্নাবলী, কলকাতা।

কায়সার, শহীদুল্লা (২০১০)। *উপন্যাসসমগ্র*-এক। চারুলিপি, ঢাকা।

ঘোষ, প্রসূন (২০০৯)। প্রথাগত ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধী নিম্নবর্গীয় চেতনার বয়ান : তারাশঙ্করের 'অরণ্যবহ্নি'। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব*, (নবেন্দু সেন, সম্পা.)। রত্নাবলী, কলকাতা।

গুহ, রণজিৎ (১৯৯৮)। নিম্নবর্গের ইতিহাস। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, (গৌতম ভদ্র, সম্পা.)। প্রতিভাস, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (১৯৯৮)। ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, (গৌতম ভদ্র, সম্পা.)। প্রতিভাস, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, বিদিশা (২০১৪)। ফ্রয়েডের যৌনবিবর্তন তত্ত্ব : একটি নারীবাদী মূল্যায়ন। *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, (পুষ্পা মিশ্র, সম্পা.)। এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

জলদাস, হরিশংকর (২০২২)। *জলপুত্র*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ডিনা, সরিফা সালোয়া (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস : বিচিত্র বীক্ষণ*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

পেরেরা, ফসটিনা (২০০৬)। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, (সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, সম্পা.)। ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন ও মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বানু, আরজুমন্দ আরা (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় ও প্রকরণ*। অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

বেগম, মালেকা ও হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০১)। *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

বেগম, হামিদা (২০১৮)। *বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদ*। আজকাল, ঢাকা।

বোভোয়ার, সিমোন দ্য (২০১০)। *The Second Sex*, (*দ্বিতীয় লিঙ্গ*, হুমায়ুন আজাদ অনু.)। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ভদ্র, গৌতম (সম্পা.) (১৯৯৮)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। প্রতিভাস, কলকাতা।

মহি, মুহাম্মদ (২০১৭)। *হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা*। অবসর, ঢাকা।

মাসুদুজ্জামান (২০২৩)। জেন্ডার, নারীর শরীর ও সংস্কৃতি। Access date : 03/10/2023, https://bnps.org/journal/17/Gender%20and%20Culture.pdf

মৈত্র, শেফালী (২০০৩)। *নৈতিকতা ও নারীবাদ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

রহমান, মাসুদ (২০২০)। পোকামাকড়ের ঘরবসতি : পদ্মা নদী থেকে ক্যারিবিয়ান সাগর। *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি* : পাঠ ও মূল্যায়ন, (চন্দন আনোয়ার, সম্পা.)। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

রায়, সমীরণ চন্দ্র (২০১৫)। প্রসঙ্গ 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি'। *গল্পকথা*, (চন্দন আনোয়ার, সম্পা.)। সেলিনা হোসেন সংখ্যা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৬। রাজশাহী।

সৈকত, ফজলুল হক ও পারভীন, জান্নাতুল (সম্পা.) (২০১০)। *কথানির্মাতা সেলিনা হোসেন*। নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা।

সায়েম, ব্যারিস্টার (২০২০)। বিবাহপ্রতিশ্রুতি, দৈহিক সম্পর্ক ও আইন। *দৈনিক ইত্তেফাক*। Access date : 03/10/2023, https://www.ittefaq.com.bd/amp

হক, হাসান আজিজুল (১৯৮১)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

হোসেন, সেলিনা (২০০৩)। *উপন্যাস সমগ্র* ৩। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

হোসেন, সেলিনা (২০০৬)। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*। (সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, সম্পা.)। ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন ও মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।